আল্লাহ্ কি দুঃখ, কষ্ট, কাঁটা, ঘাম এবং শুধু পুরুষের কর্তৃত্ব চান?

অবশ্যই না। তাহলে আল্লাহ্ কেন পয়দায়েশ ৩:১৬-১৯ আয়াতে বলেছেন-

"আর সে তোমার উপরে কর্তৃত্ব করিবে। .. তোমার নিমিত্ত ভূমি অভিশপ্ত হইল; তুমি যাজ্জীবন ক্লেশে উহা ভোগ করিবে। আর উহাতে তোমার জন্য কণ্টক ও শেয়ালকাঁটা জন্মিবে। তুমি ঘর্মাক্ত মুখে আহার করিবে যে পর্যন্ত তুমি মৃত্তিকায় গমণ না করো।"

মূল শব্দ

יִמְשָׁל

yimshal - সে কর্তৃত্ব করিবে

যদি আল্লাহ্ একটি পরিস্থিতি বর্ণনা করেন, তার অর্থ কি এই যে তিনি সব কিছু ওভাবেই চালাতে চান?

আল্লাহ্ এই পৃথিবীকে পরিপূর্ণতা ও উৎকর্ষের, ঐক্যের সাথে সৃষ্টি করেছেন (পয়দা ১-২) পয়দা ৩ এই পতনের করুণ কাহিনীকে বর্ণনা করে। পাপ আল্লাহের নিখুঁত ও পরিপূর্ণ পৃথিবীকে বিয়ে করে এবং আল্লাহের প্রতিমূর্তিরা পাপপূর্ণ, লজ্জিত ও ভীত হয়। এই পতিত পৃথিবী আর আল্লাহের আদর্শ বহণ করে না। আল্লাহ্ পৃথিবীকে নৈখুঁত্য ও একতার সাথে তৈরি করেছেন। (পয়দায়েশ ১-২)

নির্ধারণ নাকি বর্ণনা?

পয়দায়েশ ৩ রূকুতে আল্লাহ্ কি লোকেদের জন্য তাঁর হৃদয় বা আকাঙ্খা প্রকাশ করেছে, নাকি পতিত পৃথিবীর পরিস্থিতি বর্ণনা করেছেন?

পয়দা ৩:১৪-১৯ আয়াতে আল্লাহ্ অনেক গুলি ঘোষণা দিয়েছেন, আর এখন আমাদের একটি সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমরা কি কি বিশ্বাস করেন যে আল্লাহ্ নির্ধারণ করে দিচ্ছেন যে তিনি কেমন পৃথিবী চান নাকি তিনি পতিত পৃথিবী বর্ণনা দেন? উদাহরণস্বরূপ..

- কণ্টক ও শেয়াল কাঁটা — আল্লাহ্ কি কাঁটা চান নাকি তিনি কাঠিন্য বা কষ্ট বর্ণনা করেছেন?
- ঘর্মাক্ত মুখে আহার করিবে। — আল্লাহ্ কি ঘাম চেয়েছিলেন নাকি অসুবিধা বর্ণনা করেছেন?
- প্রসববেদনা — আল্লাহ্ কি এই বেদনায় খুশি হয়েছিলেন নাকি তিনি ফলাফল বর্ণনা করছিলেন?
- স্বামীর প্রতি কামনা — নারীর এই কামনা কি আল্লাহ্ চেয়েছিলেন নাকি তিনি পতনের ফল বর্ণনা করছিলেন?
- পুরুষ নারীর উপর কর্তৃত্ব করবে — পুরুষের কর্তৃত্ব কি আল্লাহের পরিকল্পনা নাকি পতনের ফল?

যদি আল্লাহ্ কষ্ট, কাঁটা ও ঘামই চান তাহলে লোকে যখন এসব থেকে উপশম পেতে চেষ্টা করে তখন **আল্লাহের অবাধ্য হয়**।
কৃষকদের কাঁটা বপণ করা উচিত এবং সেইগুলি আর তোলা উচিত নয়। কাজের সময় আমাদের ঠান্ডা থাকার পরিবর্তে ঘাম বাড়ানোর চেষ্টা করা উচিত। এবং প্রসবের সময় কোন ঐষধ, কোন ভাল পোশাক বা কোন স্বান্তনামূলক কথা বলা উচিত নয়। বরং আল্লাহ্ চান আমরা যেন অনেক কষ্ট পাই। এইটা কি ঠিক শোনায়? অবশ্যই না।

MASHAL(মাশাল) = কর্তৃত্ব

পয়দায়েশ ৩:১৪-৯ দেখায় যে, আল্লাহের নিখুঁত পরিকল্পনা থেকে কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। যদিও কিছু কিতাব শিক্ষক এটি বলে যে নারীর কামনা ও পুরুষের কর্তৃত্ব আল্লাহের এই পরিল্পনা প্রকাশ করে যে আমাদের বেঁচে থাকার চেষ্টা করা উচিত। এই ফলাফলগুলি আল্লাহের আদর্শ নয়। *T'suqah বলতে বোঝায় নারী তার দৃষ্টি আল্লাহের দিক থেকে সরিয়ে পুরুষের দিকে আনবে। (একজন নারীর কি তাঁর স্বামীর প্রতি বাসনা থাকা উচিত?-ওয়ান পেজারটি দেখুন।) পুরুষ নারীর উপর কর্তৃত্ব করবে এটি আল্লাহের সহশাসন ও সহ কর্তৃত্বের নকশাকে পরিবর্তন করে।* পয়দায়েশ ১ এবং ২, কেই কারো উপর কর্তৃত্ব করার কথা বলা হয়নি। কিন্তু আল্লাহ্ সমস্ত সৃষ্টির উপর দুজনকে কর্তৃত্ব করতে বলেছেন পয়দায়েশ ১:২৮ আয়াতে। একে অন্যের উপর শাসনের ফলে অনেক পাপ ও খারাপ বিষয় যেমন গর্ব/অপব্যবহার, পিতৃতন্ত্র/মাতৃতন্ত্র এবং পুরুষবাদ/নারীবাদ।

উপসংহার

পয়দা ৩ রূকুতে, আল্লাহ্ পাপে পতিত পৃথিবীর ফলাফল বর্ণনা করেছেন। *নারী(সুগাহ) t'suqah এবং পুরুষের mashal(মাশাল) আল্লাহের পরাক্রমী এবং ঐকতানিক পরিকল্পনার বিশ্ব পরিবর্তনকারী পরিবার নয়। এটি* পতনের ফলে সৃষ্ট ভয়ংকর দুৎখজনক ঘটনা আল্লাহের পরাক্রমী, ঐকতানিক এবং সহযোগীতামূলক দলের ভাঙন।

চারটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১.এই পৃষ্ঠাটি **আল্লাহ্** সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?

২.জাতি বা **লোক** সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?

৩.আমি কোন আদেশটি **পালন** করবো?

৪. আমি এটি কার কাছে **বলতে** পারি?